অর্গানন অব মেডিসিন-এর মূলকথা

ষষ্ঠ সংস্করণের আলোকে

(হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা কৌশল)

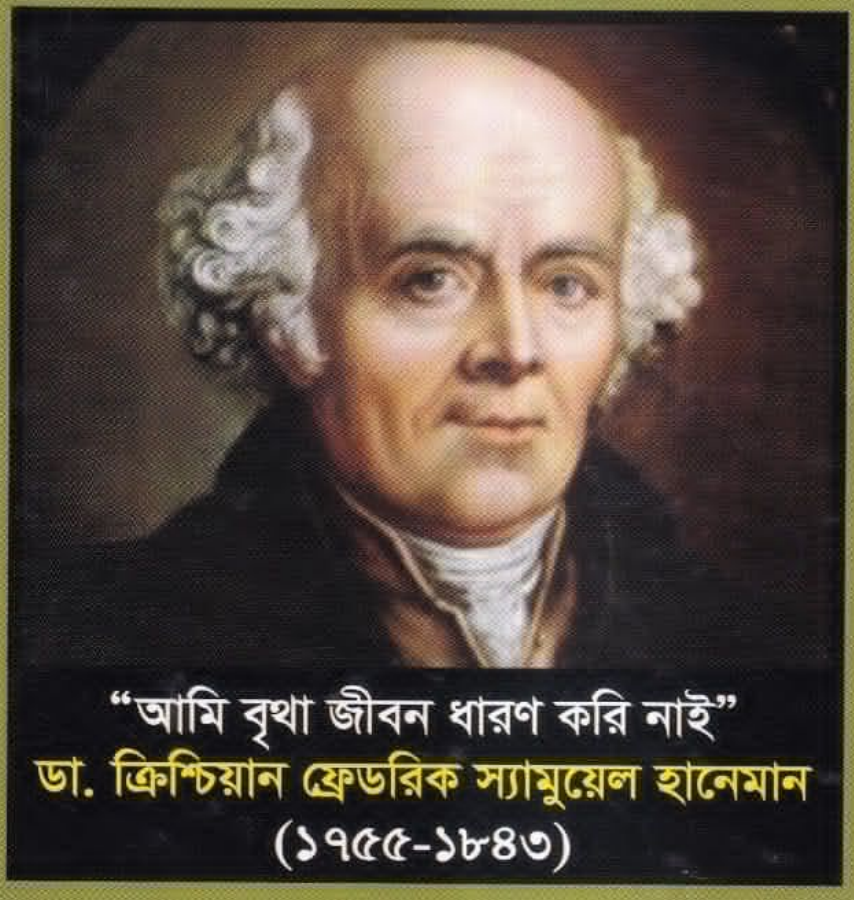

"আমি বৃথা জীবন ধারণ করি নাই"
ডা. ক্রিশ্চিয়ান ফ্রেডরিক স্যামুয়েল হানেমান
(১৭৫৫-১৮৪৩)

ডা. তপন বাড়ৈ

বি.এইচ.এম.এস (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)

প্রভাষক

ফেডারেল হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, ঢাকা

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নম্বর
হানেমানের সংক্ষিপ্ত জীবনী	১৩
অর্গানন অব মেডিসিনের প্রথম থেকে ষষ্ঠ সংস্করণ পর্যন্ত হানেমান কর্তৃক লিখিত মুখবন্ধের মূলকথা	১৫
অর্গানন অব মেডিসিন সংস্করণ সমূহের সংক্ষিপ্ত আলোচনা	২০
অর্গানন অব মেডিসিনের বিভিন্ন সংস্করণের নাম	২০
অর্গানন অব মেডিসিনের সংজ্ঞা ও পাঠের প্রয়োজনীয়তা	২১
মতামত ও নিয়মনীতির পার্থক্য-	২১
পঞ্চম ও ষষ্ঠ সংস্করণের মধ্যে মূল পার্থক্য	২১
বিসাদৃশ্য ও সাদৃশ্য বা হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার মূল পার্থক্য	২২
একনজরে অর্গানন অব মেডিসিন এর গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনাঃ	২২-৩৮
সহজ ভাষায় অনুচ্ছেদ ও পাদটিকার মুলকথাঃ	৩৮ - ১৪৯

অর্গানন অব মেডিসিন এর সংস্করণ সমূহের সংক্ষিপ্ত আলোচনা

সংস্করণ	প্রকাশকাল	অনুচ্ছেদ	স্থান
প্রথম সংস্করণ	১৮১০ খ্রিষ্টাব্দ	২৫৯	ড্রেসডেন, জার্মান
দ্বিতীয় সংস্করণ	১৮১৯ খ্রিষ্টাব্দ	৩১৮	ড্রেসডেন, জার্মান
তৃতীয় সংস্করণ	১৮২৪ খ্রিষ্টাব্দ	৩১৮	ড্রেসডেন, জার্মান
চতুর্থ সংস্করণ	১৮২৯ খ্রিষ্টাব্দ	২৯২	ড্রেসডেন, জার্মান
পঞ্চম সংস্করণ	১৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দ	২৯৪	ড্রেসডেন, জার্মান
ষষ্ঠ সংস্করণ	১৯২১ খিষ্টাব্দ	২৯১	লিপজিগ, জার্মান

এখানে উল্লেখ্য যে, ডা. হানেমান তাঁর "অর্গানন অব মেডিসিন" গ্রন্থের সবগুলো সংস্করণই জার্মান ভাষায় প্রণয়ন করেন।

অর্গানন অব মেডিসিন গ্রন্থের বিভিন্ন সংস্করণের নাম

সংস্করণ	নাম
প্রথম সংস্করণ	Organon of Rational Healing Science
দ্বিতীয় সংস্করণ	Organon of Healing Art
তৃতীয় সংস্করণ	Organon of Healing Art
চতুর্থ সংস্করণ	Organon of Healing Art
পঞ্চম সংস্করণ	Organon of Healing Art
ষষ্ঠ সংস্করণ	Organon of Medicine

অর্গানন অব মেডিসিন (Organon Of Medicine) **এর সংজ্ঞা** হোমিওপ্যথিক চিকিৎসার নিয়ম-কানুন, চিকিৎসা কলাকৌশল এবং চিকিৎসকের করণীয় সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা সম্বলিত গ্রন্থকে বলা হয় অর্গানন অব মেডিসিন।

অর্গানন অব মেডিসিন পাঠের প্রয়োজনীয়তা

অর্গানন অব মেডিসিন পাঠের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। কোনো বিষয় নিয়ে কাজ করতে হলে সেই বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান থাকা খুবই জরুরি। একজন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক হিসেবে আমাদের কাজ হলো মানুষের জীবন ও স্বাস্থ্য সেবা নিয়ে, আর এই দুইটি বিষয়ই হলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর, যেখানে ভুল করার কোনো সুযোগ নেই। অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন ছাড়া যেমন পানি হয় না তেমনি "অর্গানন অব মেডিসিন" ছাড়া হোমিওপ্যাথি হয় না। এই বিষয়ে জ্ঞান ব্যতীত চিকিৎসা করা অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়ার ন্যায় অর্থাৎ নাবিকবিহীন নৌকা যেমন পথভ্রষ্ট হয় তেমনি অর্গানন অব মেডিসিনের জ্ঞান ছাড়া হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক পথভ্রষ্ট হন। ইহা হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার পথপ্রদর্শক। একজন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকের সফলতা ও ব্যর্থতা অর্থাৎ মূল্যায়ন নির্ভর করে অর্গানন অব মেডিসিনের জ্ঞান এবং তা প্রয়োগের সক্ষমতার উপর।

মতামত ও নিয়মনীতির পার্থক্য

মতামত	নিয়মনীতি
কোন বিষয় সম্পর্কে ধারণা বা অভিজ্ঞতা।	কোন বিষয় সম্পর্কে যৌক্তিক বা পরীক্ষিত তথ্য।
পরীক্ষা- নিরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত বা গৃহিত নয়।	পরীক্ষা- নিরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত বা গৃহিত।
ইহা সামগ্রিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত নয়।	ইহা সামগ্রিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত।
ইহা পরিবর্তনশীল।	ইহা পরিবর্তনশীল নয়।
ইহা নির্ভরযোগ্য বা বিজ্ঞানভিত্তিক নয়।	ইহা নির্ভরযোগ্য বা বিজ্ঞানভিত্তিক।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ সংস্করণের মধ্যে মূল পার্থক্য

পঞ্চম সংস্করণ	ষষ্ঠ সংস্করণ
এই সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৩৩খ্রিষ্টাব্দে। হানেমানের মৃত্যুর পূর্বে।	এই সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯২১ খিষ্টাব্দে। হানেমানের মৃত্যুর পরে।
এর নাম "অর্গানন অব হিলিং আর্ট"।	এর নাম " অর্গানন অব মেডিসিন"।
এখানে পঞ্চাশ সহস্র তমিক পদ্ধতির ঔষধ নিয়ে আলোচনা করা হয় নি।	এখানে পঞ্চাশ সহস্রতমিক পদ্ধতির ঔষধ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।
অনুচ্ছেদ সংখ্যা ২৯৪টি।	অনুচ্ছেদ সংখ্যা ২৯১টি।
জীবনী শক্তিকে বলা হয়েছে "ভাইটাল ফোর্স" (ঠরঃধষ ঋড়ৎপব).	জীবনী শক্তিকে বলা হয়েছে "ভাইটাল প্রিন্সিপাল" (ঠরঃধষ চৎরহপরঢ়ষব).
এখানে শুধু ক্ষুদ্র মাত্রার কথা বলা হয়েছে।	এখানে ক্ষুদ্র এবং পরিবর্তীত মাত্রার কথা বলা হয়েছে।
অচির রোগে ঘন ঘন এবং চির রোগে এক মাত্রা ঔষধ প্রয়োগের কথা বলা হয়েছে।	অচির এবং চির উভয় রোগে ঔষধ সূক্ষ্ম ও পরিবর্তীত মাত্রায় ঘন ঘন প্রয়োগ করার কথা বলা হয়েছে।

ষষ্ঠ সংস্করণের ১৪৮ নং অনুচ্ছেদ পঞ্চম সংস্করণে ছিলো না।	ষষ্ঠ সংস্করণে ১৪৮ নং অনুচ্ছেদ সম্পূর্ণ নতুন ভাবে লিখিত হয়।

বিসাদৃশ্য এবং সাদৃশ্য চিকিৎসার মধ্যে মূল পার্থক্য

বিসাদৃশ্য	সাদৃশ্য বা হোমিওপ্যাথি
এক সাথে একাধিক ঔষধ প্রয়োগ করা হয়।	এক সাথে একটি মাত্র ঔষধ প্রয়োগ করা হয়।
ঔষধ শক্তিকৃত নয়।	ঔষধ হতে হবে শক্তিকৃত।
রোগীর নয় রোগের চিকিৎসা।	রোগের নয় রোগীর চিকিৎসা।
রোগের নামে ঔষধ নির্বাচন করা হয়।	রোগের নামে ঔষধ নির্বাচন নয়, লক্ষণ সমষ্টির সাথে সাদৃশ্য আছে এমন ঔষধ নির্বাচন করা হয়।
ঔষধের মাত্রা বা পরিমান স্থুল।	ঔষধের মাত্রা বা পরিমাণ ক্ষুদ্র বা সূক্ষ্ম।
রুগ্ন ব্যাক্তি বা ইতর প্রাণীর উপর ঔষধ প্রুভিং করা হয়।	সুস্থ নারী এবং পুরুষ উভয় দেহে ঔষধ প্রুভিং করা হয়।
রোগের মূল কারণ জীবাণু।	রোগের মূল কারণ মায়াজম বা রোগ শক্তি।

একনজরে অর্গানন অব মেডিসিন-এর গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা

১.হোমিওপ্যাথি

হোমিও অর্থ সাদৃশ্য আর প্যাথি অর্থ রোগ। অর্থাৎ হোমিওপ্যাথি মানে সাদৃশ্য রোগ।
এককথায় সাদৃশ্য ঔষধ দ্বারা সাদৃশ্য রোগের চিকিৎসা।
হোমিওপ্যাথি হলো এমন একটি চিকিৎসা পদ্ধতি যেখানে সুস্থ দেহে প্রুভিং এর সময় যে ঔষধ যেসব রোগ-লক্ষণ সৃষ্টি করতে পারে অনুরূপ (সাদৃশ্য) প্রাকৃতিক রোগ লক্ষণে ঐ ঔষধ প্রয়োগে ঐ রোগ লক্ষণ দুর হয় অর্থাৎ রোগ আরোগ্য হয়।

"রোগ লক্ষণের সাদৃশ্য লক্ষণ সৃষ্টি করতে সক্ষম এমন শক্তিকৃত সূক্ষ্মমাত্রার ঔষধ প্রয়োগের মাধ্যমে চিকিৎসা পদ্ধতিই হলো হোমিওপ্যাথি"– ডা. তপন বাড়ৈ।

২. শক্তি

শক্তি অতীন্দ্রিয় অর্থাৎ পঞ্চইন্দ্রিয় বহির্ভূত। শক্তিকে দেখা যায় না, এর স্বাদ নেই, গন্ধ নেই, একে শোনা যায় না, স্পর্শ করা যায় না, শুধু অনুভব করা যায়।

৩. জীবনীশক্তি

জীবনীশক্তি হলো অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্মশক্তি যার দ্বারা জীব দেহ ও মন সজীব থাকে, সুস্থ অবস্থায় জীবনীশক্তি জীবদেহের প্রতিটি কাজ (ফিজিওলজিক্যাল ফাংশন) সু-সম্পন্ন করে আর অসুস্থ অবস্থায় নিজে নিজেই অর্থাৎ স্বয়ংক্রিয় ভাবে প্রয়োজনে ঔষধের সহযোগিতায় রোগ আরোগ্য করে।

(জীবনীশক্তি পঞ্চইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নয় এই শক্তিকে দেখা যায় না, এর স্বাদ নেই, গন্ধ নেই, একে শোনা যায় না, স্পর্শ করা যায় না, শুধু অনুভব করা যায়)

৪. ইমিউনিটি বা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা

দেহ যে প্রক্রিয়ায় বিষাক্ত রাসায়নিক বা জীবাণুর ক্ষতি থেকে নিজেকে রক্ষা করে তাকে ইমিউনিটি (ওসসঁহরঃু) বলে। এককথায় ইমিউনিটি হল দেহের প্রতিরক্ষা শক্তি যা জীবনীশক্তির ক্রিয়ার অংশ।

(দেহের ইমিউনিটি দুর্বল হলে বিসাদৃশ্য চিকিৎসায় টিকা বা ভ্যাক্সিন দিয়ে সবল করার চেষ্টা করা হয়।)

৫. রেসিসটেন্স পাওয়ার

প্রতিরোধ অর্থাৎ রোগশক্তির গতিরোধ করার শক্তি যা জীবনীশক্তির অংশ।

৬. রোগশক্তি

রোগশক্তি হলো অশুভ, অতীন্দ্রিয় রোগ সৃষ্টিকারী সূক্ষশক্তি যার দ্বারা জীবনীশক্তি আক্রান্ত বা পরাস্ত হলে রোগ সৃষ্টি হয়।

৭. ঔষধশক্তি

ঔষধশক্তি হলো ঔষধের অভ্যান্তরীণ বা নিজস্ব রোগ আরোগ্যকর অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্মশক্তি যার সাহায্য নিয়ে জীবনী শক্তি রোগীর রোগ আরোগ্য করতে চেষ্টা করে।

৮. রোগ বা লক্ষণ

রোগশক্তি দ্বারা জীবনীশক্তি পরাস্ত হওয়ার পর আক্রান্ত জীবনীশক্তি সাদৃশ্য ঔষধশক্তির সাহায্য কামনায় দেহে যে অস্বাভাবিক বা বিকৃত অবস্থার সৃষ্টি করে তাকে রোগ বা লক্ষণ বলে।

এককথায় দেহাভ্যন্তরীণ রুগ্ন অবস্থাই হলো রোগ আর রোগের বাহ্যিক প্রকাশই হলো লক্ষণ।

৯. ব্যক্তিগত রোগ

যখন কোনো রোগে কোনো এক স্থানে কোনো এক ব্যক্তি বা প্রাণী আক্রান্ত হয় তখন তাঁকে ব্যক্তিগত রোগ বলে। যেমন- আমাশয়

১০. বিক্ষিপ্ত রোগ

যখন কোনো একই রোগে বিভিন্ন স্থানে অল্প কিছু ব্যক্তি বা প্রাণী আক্রান্ত হয় তাকে বিক্ষিপ্ত রোগ বলে। যেমন- হাম

১১. মহামারী রোগ

যখন কোনো একই রোগে বহু স্থানে বহু ব্যক্তি বা প্রাণী আক্রান্ত হয় তাকে মহামারী রোগ বলে। যেমন- কোভিড-১৯

১২. সবিরাম রোগ

কোনো রোগের লক্ষণ বা কষ্টের তীব্রতা বিরতি দিয়ে বা নির্দিষ্ট সময় ব্যবধানে ফিরে আসলে তাকে সবিরাম রোগ বলে।

১৩. অবিরাম রোগ

কোনো রোগের লক্ষণ বা কষ্টের তীব্রতা একটানা চলতে থাকলে তাকে অবিরাম রোগ বলে।

১৪. পর্যায়ক্রমিক রোগ বা লক্ষণ

কিছু রোগ বা লক্ষণ আছে যা অন্য কোনো এক বা একাধিক রোগ বা লক্ষণের সাথে পর্যায়ক্রমে দেখা যায় তাকে পর্যায়ক্রমিক রোগ বা লক্ষণ বলে।

১৫. একদৈশিক রোগ

যে সকল চির রোগের শুধুমাত্র দুই-একটি লক্ষণ প্রকাশ পায় বাকি লক্ষণ সুপ্ত থাকে তাকে একদৈশিক রোগ বলে। যেমন- ক্রনিক মাথাব্যথা

১৬. স্থানীয় রোগ

যে সকল রোগ দেহের বহিরঙ্গের কোনো এক স্থানে প্রকাশ পায় তাছাড়া এর তেমন কোনো লক্ষণ পাওয়া যায় না তাকে স্থানীয় রোগ বলে। যেমন- আঁচিল

১৭. সিম্পটম বা লক্ষণ

রোগী বা তাঁর সেবাদানকারী এবং পরিজন চিকিৎসকের নিকট রোগীর রোগের যে সকল কষ্ট বা সমস্যার কথা বর্ণনা করেন তাকে সিম্পটম বা লক্ষণ বলে। যেমন- মাথার ডান পার্শ্বে মাথাব্যথা।

১৮. লক্ষণসমষ্টি

রোগীর কাছ থেকে প্রাপ্ত সকল লক্ষণের সমষ্টিকে লক্ষণসমষ্টি বলে। অর্থাৎ সংগৃহিত সকল লক্ষণের সমষ্টিই হলো লক্ষণসমষ্টি।

(উপযুক্ত সাদৃশ্য ঔষধ নির্বাচনের সময় ঔষধ নির্দেশক, বিশেষ বৈশিষ্ট পূর্ণ বা একক, অদ্ভুত, বিরল লক্ষণের সমষ্টিকে বলা হয় লক্ষণসমষ্টি)।

১৯. একক লক্ষণ

ঔষধ নির্দেশক বা বিশেষ বৈশিষ্ট পূর্ণ এমন একটি লক্ষণ যা একটি মাত্র ঔষধ ব্যতিত অন্য কোনো ঔষধের মধ্যে নেই এই ধরণের লক্ষণকে একক লক্ষণ বলে। অর্থাৎ যে লক্ষণ দ্বারা শুধুমাত্র কোনো একটি ঔষধই নির্দেশিত হয় তাকে একক লক্ষণ বলে।

২০. বিরল লক্ষণ

যে সকল লক্ষণ খুবই কম রোগীর মধ্যে দেখা যায় অর্থাৎ সচরাচর রোগীর মধ্যে পাওয়া যায় না তাকে বিরল লক্ষণ বলে।

২১. অদ্ভুদ লক্ষণ

রোগী বা রোগের মধ্যে এমন কিছু লক্ষণ পাওয়া যায় যে লক্ষণগুলো এমন হওয়ার কথা না (স্বাভাবিক লক্ষণের বিপরীত) তাকে অদ্ভুত লক্ষণ বলে।

যেমন- প্যারালাইজড স্থানে গরম অনুভব।

২২. সাইন বা চিহ্ন

রোগীর যে সকল সমস্যা রোগী নিজে বা তাঁর পরিজন বা সেবাকারী বলতে পারেন না অথবা না বললেও চিকিৎসক রোগী পরীক্ষা করে তা বুঝতে পারেন তাকে সাইন বা চিহ্ন বলে। যেমন- পালস রেট কমে যাওয়া বা বেড়ে যাওয়া।

২৩. ব্যক্তিনিষ্ঠ লক্ষণ

যদি রোগী তার রোগ লক্ষণ বর্ণনা করার সময় "আমি" শব্দ ব্যবহার করে অর্থাৎ যে লক্ষণ দ্বারা সম্পূর্ণ রোগীকে বোঝায় তাকে ব্যক্তিনিষ্ঠ লক্ষণ বলে। যেমন- আমি মনে হয় আর সুস্থ হব না, আমি মনে হয় বাঁচব না ইত্যাদি

২৪. বস্তুনিষ্ঠ লক্ষণ

যদি রোগী তার রোগ লক্ষণ বর্ণনা করার সময় "আমার" শব্দ ব্যবহার করে অর্থাৎ যে ধরণের লক্ষণ দ্বারা রোগী তার দেহের কোনো অঙ্গ বা অংশকে বোঝায় তাকে বস্তুনিষ্ঠ লক্ষণ বলে। যেমন- আমার হাত প্রচন্ড ব্যথা করছে, আমার পা জ্বলে।

২৫. লক্ষণের বৈশিষ্ট্য

একটি পূর্ণাঙ্গ লক্ষণের বৈশিষ্ট্য ছয়টি।

ক) কারণ (Causation)

খ) স্থান বা বিস্তৃতি (Location or Extention)

গ) অনুভূতি (Sensation)

ঘ) প্রকৃতি (Nature of Character)

ঙ) হ্রাস-বৃদ্ধি (Modalities) চ) আনুষাঙ্গিক বা সহচর অবস্থা (Concomitant)

২৬. লক্ষণসংগ্রহ

ঔষধ প্রুভিংয়ের সময় প্রুভারের কাছ থেকে, রোগীর চিকিৎসা করার সময় রোগী ও রোগীর সেবাদানকারী এবং রোগীর পারিপার্শ্বিক ব্যক্তি, সেই সাথে চিকিৎসক নিজে রোগীর যে সকল লক্ষণ বা চিহ্ন সংগ্রহ করেন তাকে এক কথায় লক্ষণসংগ্রহ বলে।

২৭. সাদৃশ্য ঔষধ

সাদৃশ্য হলো পরস্পর হুবহু একই রকম। অর্থাৎ বর্তমান রোগে যে লক্ষণ আছে প্রুভিং কালে যে ঔষধ দ্বারা ঐ একই রকম বা অনুরুপ লক্ষণ সৃষ্টি হয়েছিল সেই ঔষধটিই হলো বর্তমান রোগের সাদৃশ্য ঔষধ।

২৮. পরিপোষক কারণ

যে সকল কারণে রোগ আরোগ্যের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি হয় এবং রোগ আস্তে-আস্তে জটিল থেকে জটিলতর হতে থাকে সেই সকল কারণকে পরিপোষক কারণ বলে। যেমন- এলার্জি যুক্ত খাবার খেয়ে বার-বার চুলকানি হওয়া, বার-বার ঠান্ডা লাগা, পারিবারিক ও কর্মস্থল এবং সমাজিক বিরুপ পরিবেশ।

২৯. রোগ উপশম

সাময়িকভাবে রোগ বা লক্ষণ সুপ্ত বা অন্তর্হিত হওয়াই হলো উপশম।

অর্থাৎ কোনো রোগ বা লক্ষণ কিছু সময় বা দিনের জন্য সুপ্ত বা অন্তর্হিত হয়ে পুনরায় একই রকম বা আরো মারাত্মকভাবে প্রকাশ পেলে তাকে রোগ বা লক্ষণের উপশম বলে।

৩০. রোগ চাপাপড়া

বিসাদৃশ্য চিকিৎসায় কোনো রোগ বা লক্ষণ সুপ্ত বা অন্তর্হিত হয়ে পরবর্তীকালে একই রোগ বা লক্ষণ হিসেবে প্রকাশ না পেয়ে অন্য কোনো রোগ বা লক্ষণ হিসেবে প্রকাশ পেলে তাকে রোগ চাপাপড়া বলে।

৩১. রোগ আরোগ্য

যদি কোনো রোগ বা লক্ষণ সমষ্টি ধ্বংস বা দূর হয় আর কখনো একই বা অন্য কোনো রোগ বা লক্ষণ হিসেবে ফেরত না আসে তাহলে তাকে রোগ আরোগ্য বলে। এককথায় সাদৃশ্য ঔষধ দ্বারা রোগ বা লক্ষণ সম্পূর্ণ ধ্বংস বা দূর হয়ে যাওয়াই হলো রোগ আরোগ্য।

৩২. একক ঔষধ

একক ঔষধ বলতে একটি অমিশ্রিত ঔষধকে বোঝায় অর্থাৎ ঔষধকে মিশ্রিত না করে একটি মাত্র ঔষধ প্রয়োগ করাই হলো একক ঔষধ। এক কথায়, রোগীকে একই সময় একটিমাত্র ঔষধ প্রয়োগ করাই হলো একক ঔষধ।

৩৩. এক মাত্রা

মাত্রা অর্থ পরিমাণ।

আর এক বার যতটুকু পরিমাণ ঔষধ প্রয়োগ করা হয় তাকে এক মাত্রা বলে।

৩৪. ক্ষুদ্র বা সূক্ষ্মমাত্রা

একশো (১০০) গ্লোবিউলসে এক গ্রেন হয় এমন ঔষধ সিক্ত একশো (১০০) গ্লোবিউলস থেকে একটি (১) গ্লোবিউলস প্রয়োগ করাকে বলা হয় ক্ষুদ্র বা সূক্ষ্মমাত্রা। অর্থাৎ দশ নাম্বার একশত (১০০) গ্লোবিউলস থেকে ঔষধ সিক্ত একটি মাত্র গ্লোবিউলস হলো ক্ষুদ্র বা সূক্ষ্মমাত্রা।

৩৫. পরিবর্তিত মাত্রা

পানি মিশ্রিত ঔষধের শিশিতে নির্দিষ্ট পরিমাণ ঝাঁকি দিয়ে ঔষধের শক্তি একটু বৃদ্ধি ও মাত্রা সূক্ষ্ম করে প্রয়োগ করাকে পরিবর্তিত মাত্রা বলে।

৩৬. পঞ্চাশ সহস্রতমিক ঔষধ প্রয়োগ প্রক্রিয়া

পঞ্চাশ সহস্রতমিক ঔষধ সিক্ত এক বা কয়েকটি অনুবটিকা ৭/৮ টেবিল চামচ পানিতে মিশিয়ে শিশিতে কয়েক ফোঁটা সুরাসার যুক্ত করে ৮ বা ১০ অথবা ১২ ঝাঁকি দিয়ে সেখান থেকে এক টেবিল চামচ (এক দাগ) ঔষধ ৭/৮ টেবিল চামচ পানির একটি গ্লাস বা কাপে ভালো ভাবে মিশিয়ে, সেখান থেকে এক বা একাধিক চা-চামচ ঔষধ রোগীকে প্রয়োগ করা হয়। বেশি অনুভূতি প্রবণ রোগীর ক্ষেত্রে এভাবে তৃতীয় বা চতুর্থ গ্লাস বা কাপ থেকে ঔষধ প্রয়োগের প্রয়োজন হতে পারে। এভাবে ঔষধ প্রয়োগ করলে ঔষধের স্থূলতা যেমন কমে তেমনি শক্তি একটু হলেও বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ ঔষধের শক্তি ও মাত্রা পরিবর্তন হয়।

৩৭. উপযুক্তমাত্রা

যে পরিমাণ ঔষধ প্রয়োগ করলে কোনো কষ্টকর সাদৃশ্য বৃদ্ধি বা অন্য কোনো জটিলতার সৃষ্টি না হয়ে রোগী আরোগ্যের দিকে অগ্রসর হয় তাকে উপযুক্তমাত্রা বলে।

৩৮. ভেষজ

ঔষধি গুণ সম্পন্ন উপাদান যা থেকে ঔষধ প্রস্তুত করা হয় তাকে ভেষজ বলে।

৩৯. হোমিওপ্যাথিক ঔষধ

ভেষজকে হোমিওপ্যাথিক ফার্মাকোপিয়ার নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় শক্তিকৃত করে চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী প্রদান করার জন্য প্রস্তুত করা হয় এবং তা সুস্থদেহে পরীক্ষার মাধ্যমে যে অস্বাভাবিক লক্ষণ সৃষ্টি করতে পারে সেই ধরণের (অনুরুপ) লক্ষণ সাদৃশ্য যুক্ত রোগীর দেহে প্রয়োগ করলে সেই রোগ বা লক্ষণ আরোগ্য করতে সক্ষম তাকে ঔষধ বলে।

৪০. ঔষধ প্রুভিং

বিভিন্ন বয়স ও লিঙ্গ ভেদে সুস্থ মানব দেহে ভেষজ বা ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা দেহ ও মনে যে অস্বাভাবিক লক্ষণ সৃষ্টি হয় তার মাধ্যমে ঔষধের রোগ আরোগ্য ক্ষমতা জানা যায়। ঔষধের রোগ আরোগ্য ক্ষমতা জানার এই উপায় বা পদ্ধতিকে বলা হয় ঔষধ পরীক্ষা বা ঔষধ প্রুভিং।

৪১. প্রুভার

যে ব্যক্তির শরীরে ভেষজ বা ঔষধ প্রুভিং করা হয় তাকে প্রুভার বলে। (প্রুভার হবেন সত্যনিষ্ঠ, সংযমী, সূক্ষ্ম জ্ঞান ও সতেজ অনুভূতি সম্পন্ন। একজন সুস্থ, কুসংস্কার মুক্ত ও অনুভূতিপ্রবণ চিকিৎসকের নিজ দেহে ঔষধ প্রুভিং করা সর্বোত্তম- হানেমান।)

৪২. মায়াজম

মায়াজম হলো রোগ সৃষ্টিকারী অতীন্দ্রিয় শক্তি যা মানবদেহে অবস্থানকালে জানা-অজানা বিভিন্ন ধরণের অচির ও চির রোগের সৃষ্টি করে। এই শক্তি সাদৃশ্য ও শক্তিকৃত এন্টিমায়াজমেটিক ঔষধ ব্যতীত ধ্বংস বা আরোগ্য হয় না, বরং আজীবন মানব দেহে অবস্থান করে, এমনকি বংশ পরম্পরায় চালিত হয়।

৪৩. অচির বা তরুণ রোগ

যে সকল রোগ কোনো উত্তেজক কারণে সৃষ্টি হয় এবং এর ভোগকাল নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। ঐ সময়ের মধ্যে হয় রোগী আরোগ্য হয়, না হলে রোগীর মৃত্যু হয়। এই সকল রোগকে অচির বা তরুণ রোগ বলে। এই রোগ সৃষ্টিতে মায়াজমের ভূমিকা থাকলেও রোগের সাথে সরাসরি সংযুক্ত বা জড়িত থাকে না।

৪৪. ক্রনিক বা চির রোগ

যে সকল রোগ মায়াজম দ্বারা সৃষ্টি হয় এবং উপযুক্ত সাদৃশ্য ও শক্তিকৃত এন্টিমায়াজমেটিক ঔষধ ব্যতিত আরোগ্য হয় না বরং রোগীকে আজীবন কষ্ট দেয় বা বংশগত ভাবে চালিত হয়, এমন কি রোগীর মৃত্যু হতে পারে, এই সকল রোগকে বলা হয় চিররোগ।